তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভারত বিভাগ কি অনিবার্য ছিল? (Was Partition Inevitable?) ঃ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল এবং ভারত ও পাকিস্তান দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ভারত বিভাগ সত্যই অনিবার্য ছিল কিনা, তা একটি বহু বিতর্কিত ও বহু আলোচিত বিষয়।

অনেকেই বলেন যে ভারত বিভাগ অনিবার্য ছিল না—ইচ্ছে করলেই তা এড়ানো যেত। কয়েকজন নেতার ভুল এবং তাঁদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবই ভারত বিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। (১) ভারত ভাগের জন্য অনেক সময়েই জিন্নাকে দায়ী করা হয়। *লিওনার্ড মোশলে* বলেন যে, "পাকিস্তান হল মহম্মদ আলি জিন্নার একক অবদান।" কেবলমাত্র মোশলে-ই নন আরও অনেক ঐতিহাসিক এই মতামতই প্রকাশ করে থাকেন। (২) অনেকের মতে, ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতিই ভারত ভাগের জন্য দায়ী ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম হাতিয়ার 'Divide and Rule' নীতি অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তারা ভারত বিভাগ করে। (৩) অন্যদিকে *রজনীপাম দত্ত, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এ. আর. দেশাই, ডঃ সুমিত সরকার* প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ এ জন্য জাতীয় কংগ্রেসের ওপর দোষারোপ করেন। *রজনীপাম দত্ত ও হীরেন মুখোপাধ্যায়* তো জাতীয় কংগ্রেসকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিতেও কসুর করেন নি। আসলে এই সব অভিযোগের কোনটিকেই পূর্ণ সত্য বলে আখ্যায়িত করা যুক্তিসম্মত হবে না।

দায়ী কে?

ভারত বিভাগে জিন্নার কিছুটা দায়িত্ব থাকলেও তিনিই সব নন বা একমাত্র দায়ী নন। একদা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' হিসেবে চিহ্নিত জিন্না কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সত্যই তিনি পাকিস্তান চান নি—মৌলানা আজাদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের পাকিস্তানি ঐতিহাসিক *ড. আয়েষা জালাল* এই মত পোষণ করেন। গান্ধী, প্যাটেল, নেহরুর সঙ্গে যেমন তাঁর মতপার্থক্য ছিল, তেমনি সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বনিবনা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান পরিকল্পনার দরাদরির মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনকালে মুসলিম লীগ তার দু'জন সদস্যকে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধ প্রত্যাখাত হলে জিন্না প্রবলভাবে কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে ওঠেন। এ সম্পর্ক আর জোড়া লাগে নি—দিন দিন ব্যবধান বাড়তেই থাকে এবং তার শেষ পরিণাম ভারত বিভাগ।

জিন্না প্রসঙ্গ

কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বিরোধই নয়—দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লীগ সমর্থক উদীয়মান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা টাটা-বিড়লার আধিপত্য মানতে রাজি ছিলেন না। অনুরূপভাবে নবাব, তালুকদার ও উচ্চশিক্ষিত মুসলিমরাও হিন্দু-প্রাধান্য মানতে চান নি। বাংলাদেশে মুসলিম বর্গাদারদের হিন্দু

মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা

জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। এইভাবে সাধারণ মুসলিমদের মন পাকিস্তান মুখী করা অতি সহজ হয়।

ভারত বিভাগের জন্য ইংরেজদের 'Divide and Rule' নীতিকে দায়ী করা হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনায় ইংরেজরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এবং পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের তোষণ করতে থাকে। মুসলিম লীগ সৃষ্টিতে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলতে হয় যে, ইংরেজ শাসকবর্গ ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এটলী এবং বাইসরয় মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত, কিন্তু অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারত ভাগে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী লেখেন যে, "আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতই চেয়েছিলাম। চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি।"[১৩] বলা হয় যে মাউন্টব্যাটেন অত তাড়াহুড়ো না করে একটু ধৈর্য ধরে এগোলে হয়তো দেশভাগ এড়ানো যেত। বলা বাহুল্য, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা কখনই সম্ভব হত না—বড় জোর সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারত।

ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব

দেশভাগের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়। (১) বলা হয় যে, মৌলানা আজাদ ব্যতীত আর কোন নেতা সেভাবে দেশভাগের বিরোধিতা করেন নি। (২) বলা হয় যে, গান্ধীজি যদি দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে একাই আন্দোলনে নামতেন, তা হলে অসংখ্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়াত। (৩) বলা হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে কংগ্রেস নেতাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং রণক্লান্ত এই সব নেতারা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশভাগ মেনে নেন। (৪) মার্কসবাদী পণ্ডিতরা বলেন যে, কংগ্রেস ১৯৪৬-৪৭-এর গণ-বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতা ভাগ করে নেয়। এ সময় কংগ্রেস যদি সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে সংহত করে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলত তাহলে ভারত বিভাগ এড়ানো যেত।

কংগ্রেস প্রসঙ্গ

বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যেভাবে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন **ড. *অমলেশ ত্রিপাঠী***। (১) তিনি বলেন যে, ১৯৪২-এ যে কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই কমিউনিস্ট পার্টির কোন নৈতিক অধিকার নেই ১৯৪৫-৪৬-এ জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ না নেবার জন্য সমালোচনা করার।[১৪] (২) ড. *ত্রিপাঠী* বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস যখন 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বা আন্দোলনের বিরোধিতা করছিল এবং ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে গান্ধীজি যখন পাকিস্তানের গন্ধ পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকারী-

কংগ্রেসের সমালোচনার জবাব

Scanned with CamScanner

থিসিসে 'পাকিস্তান' আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। (৩) ১৯৪৫-৪৬-এ দেশের পরিস্থিতি কতটা বিপ্লবের অনুকূল ছিল এবং বিপ্লব করলে তা কতটা সফল হত, সে সম্পর্কেও **ড. ত্রিপাঠী** প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন যে তখন দেশ যদি সত্যই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকে তাহলে কমিউনিস্টরা সে দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে না তুলে নিয়ে কেন তা গান্ধীর ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে বলা দরকার যে গান্ধীজি কখনই সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর কংগ্রেস আন্দোলন করলেই যে ভারত ভাগ এড়ানো যেত তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে তখন অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের সামনে কোন বিকল্প ছিল না।

বামপন্থী ঐতিহাসিক **ডঃ *বিপান চন্দ্র*** বলেন যে, "১৯৪৭-এ নেহরু, প্যাটেল ও গান্ধীজি শুধু যা অবশ্যম্ভাবী তাকেই মেনে নিয়েছিলেন।"[১] (১) লীগের কার্যকলাপ অন্তর্বর্তী সরকারে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করে লীগ মন্ত্রীগণ সরকারকে অকেজো করে দেন। পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ তখন এমন স্তরে পৌঁছায় যে তার সমাধান সম্ভব ছিল না। **প্যাটেল** অভিযোগ করেন যে, তখন বাংলা ও পাঞ্জাবে কার্যত একটি 'পাকিস্তান' সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। (২) সারা দেশজুড়ে তখন এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানি চলছিল যে তা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল দেশভাগ। অন্যথায় দেশ আরও বৃহত্তর হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ত। (৩) কেবলমাত্র পাকিস্তানের সমস্যা নয়—ভারতের অভ্যন্তরে তখন ছিল অসংখ্য দেশীয় রাজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যার সমাধান না হলে ভারত যে কতগুলি খণ্ডে বিভক্ত হত তার ঠিক নেই। (৪) কংগ্রেস মনে করেছিল যে দেশভাগ একটি সাময়িক ঘটনামাত্র। উত্তেজনার অবসানে মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং দুর্বল পাকিস্তান নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আবার ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে। বলা বাহুল্য, বাস্তবে তা হয় নি। **ডঃ *বিপান চন্দ্র*** বলেন যে, ১৯৪৬-এর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তার মোকাবিলা করার বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ ছিল না। তা ছাড়া, নেতৃবৃন্দ চাননি যে দেশ আরও ব্যাপক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। সামরিক ও পুলিশ বাহিনী তখনও বিদেশী শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাদের অনেকেই আবার ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষ বেছে নিয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

ডঃ বিপান চন্দ্রের মত

তাই বলা যায় যে, দেশভাগের জন্য কাউকেই পুরোপুরি দায়ী করা যায় না, বা কেউই সামান্যতম হলেও নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ***অন্নদাশঙ্কর রায়*** বলেন যে, "ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল, এটাও অনেকটা সত্য।...আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি। ইংরেজকেও না।"

Scanned with CamScanner